ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২নং মধুহাটি ইউনিয়নের চোরকোল গ্রামের পূর্বপাড়ায় রাস্তার পাশের প্রায় অর্ধলাখ টাকা মূল্যের একটি সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করেছেন মামুন মল্লিক (৪০) নামে এক স্কুল শিক্ষক। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং সদর উপজেলার ১৬নং চন্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলজিইডি’র (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) আওতায় নির্মিত সড়কের পাশে থাকা একটি বড় কড়াই গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। জানা গেছে, মামুন মল্লিক বন বিভাগ বা এলজিইডি থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই গাছটি কেটে ফেলেন। স্থানীয়রা বাধা দিলেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গাছটি কেটে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।

গ্রামবাসীরা জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মামুন মল্লিক গাছটি কেটে ফেলেন। গাছটির বাজারমূল্য আনুমানিক অর্ধলাখ টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মামুন মল্লিক শুধু সরকারি গাছই নয়, সম্প্রতি একই গ্রামের গোলজার হোসেনের পৈত্রিক জমি থেকে প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি কড়াই গাছও কেটে নিয়েছেন। গোলজার হোসেন মামুনের ভয়ে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করতে সাহস পাননি।

এমন কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। সচেতন মহলের প্রশ্ন একজন শিক্ষক হয়ে কীভাবে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গাছ কেটে নেওয়া যায়?

স্থানীয় বাজার গোপালপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মাজহারুল ইসলাম জানান, “৪ এপ্রিল সকালে এসিল্যান্ড স্যারের মাধ্যমে জানতে পারি যে চোরকোল গ্রামের মামুন মল্লিক সরকারী গাছ কেটে নিচ্ছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তিনি আমার কোনো কথায় কর্ণপাত না করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বলেন, ‘আপনি কি আগের পুলিশ? কিসের এসিল্যান্ড? তাকে ফোন দেন, আমি কথা বলবো।’

এ বিষয়ে মামুন মল্লিকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি এক সাংবাদিকের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমি আমার পৈত্রিক জমি থেকে গাছ কেটেছি, এটি সরকারি রাস্তার গাছ নয়।” এরপর তিনি ফোনটি কেটে দেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, “সরকারি গাছ কেটে নেওয়া বা বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার করতে হবে-রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আওয়ামী দোসররা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গণহত্যাকারী চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সেল্টার দিচ্ছে।

আদালত থেকে উপদেষ্টাদের ইশারায় ডামি এমপিরা জামিন পেয়েছে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলোতে এখনো আওয়ামী দোসরদের দৌরাত্ম টিকে আছে। তাই, দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এখন অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের দাবি উঠছে। এরা বিগত ১৭ বছরে অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের কথা একবারও বলেনি। বিদেশি মদদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে গণহত্যাকারী হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার পায়তারা করছে। কিন্তু ২৪ এর জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ দেবে না। আমরা

কোনো ভাবেই আওয়ামী লীগ কে নির্বাচন করতে দেবো না। গণহত্যাকারী, দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে দেশে আর জায়গা দেয়া হবে না। ২৪ বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারী দলগুলো নিয়েই অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হবে।

আওয়ামী শাসনামলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে হাসিনা ধ্বংস করে দিয়েছে। শেখ মুজিব ৭২ এ বাকশাল কায়েম করে গণহত্যা চালিয়েছিল। হাসিনাও তার বাবার মতো একই ভাবে গণহত্যা চালিয়ে ছাত্র-জনতাকে শহিদ করেছে। কাজেই, গণহত্যাকারী হাসিনার ফাঁসি দিতেই হবে। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি।

আওয়ামী দোসরদের আশ্রয় দেয়া হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ডামি এমপিরা এখন নানা জায়গায় অর্থ বিলিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক নেতা মঞ্চে বড় বড় কথা বললেও তলে তলে আওয়ামী ডামি এমপিদের অর্থ নিয়ে তৃণমূলের গিয়ে রাজনীতি করছে। ডামি এমপি ও আওয়ামী দোসরদের যারা আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান মিল্টন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।

শহীদ রাকিবুলের কবর জিয়ারত করলে এনসিপি’র যুগ্ম সদস্য

সচিব তারেক রেজা

জুলাই-আগস্ট মাসে কোটা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার মিরপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল হোসেনের কবর জিয়ারত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা।

তিনি হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের বাসুদেবপুর গ্রামে অবস্থিত শহীদ রাকিবুলের কবর জিয়ারত করেন। তার নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা কবর জিয়ারত ও বিশেষ দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।

কবর জিয়ারতের পর শহীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তারেক রেজা। তিনি শহীদের বাসায় গিয়ে রাকিবুলের মা, বাবা ও অন্যান্য স্বজনদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশলাদি বিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

এ সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং শহীদের মায়ের হাতে ঈদ উপহার ও আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন—বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আবু হাসনাত তানাইম, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সহযোদ্ধা তৌফিক আলম, ধ্রব্যসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তারেক রেজা বলেন, “শহীদদের ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না। তারা জাতির জন্য যে ত্যাগ করেছেন, তা চিরস্মরণীয়। বর্তমান অন্তবর্তী সরকার সবসময় শহীদ পরিবারের পাশে রয়েছে এবং থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, “রাকিবুলের মতো অনেক মানুষ বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এই সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোটা বৈষম্য বিরোধী ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া সময়ের দাবি, এবং তা আমরা নিশ্চিত করবো।”

ঝিনাইদহে বিএনপির উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ সদরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ড্যাবের কেন্দ্রীয় নেতা ডা. ইব্রাহিম রহমান বাবুর পক্ষ থেকে তিন শতাধিক দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার(২৯ মার্চ) বিকেলে উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল সেমাই, চিনি, গুড়াদুধ, চাল, পেয়াজ ও আলু । এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ মল্লিক, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. সাকিব হোসেন, ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আবেদ আলী মণ্ডল প্রমুখ।

ঝিনাইদহে সমন্বয়কের কু- রুচিপূর্ণ ভিডিও ভাইরালের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঝিনাইদহ জেলার সদস্য সচিব ও মুখপাত্রের কু-রুচিপূর্ণ ভিডিও ভাইরালের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও মুখপাত্র এলমা খাতুনের কু-রুচিপূর্ণ ভিডিও গত ২৪ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। কিন্তু ভিডিওতে শুধু তাদের দু’জন ছবি রয়েছে কিন্তু সেখানে আরো ৫ জন ছিলো। অথচ সেই

ভিডিও কাটিং করে একটি কুচক্রি মহল তাদের চরিত্র হরনের পয়তারা করছে।

তারা এ ধরনের কু-রুচিপূর্ন কাজের সাথে জড়িত নয়। এমন মিথ্যা বানোয়াট ভিডিও অপপ্রচারকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানানো হয়।

এ ঘটনার পর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের দুজনের পদ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। সেই সাথে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সেসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক তারেক রেজা, মূখ্য সংগঠক সাজেদুর রহমান, জেলা আহবায়ক আবু হুরায়রাহ, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, মুখপাত্র এলমাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টর চালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় হুসাইন ওরফে ভোলা (২০) নামে এক মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের চালক নিহত হয়েছেন। এতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ট্রাক্টরটি।

গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশনের দুই শ’ গজ দূরে সোয়াদী গ্রামের রেলগেটে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে সোয়াদী গ্রাম থেকে ট্রাক্টর চালিত ট্রলিতে মাটি বোঝাই করে সাফদারপুরের দিকে যাচ্ছিলেন চালক হুসাইন। সে সময় সোয়াদী গ্রামের রেলগেট পার হওয়ার সময় রেললাইনের ওপর ট্রাক্টরটি বিকল হয়ে যায়। ঠিক তখনই খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি ট্রাক্টরটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বিকল হয়ে থাকা ট্রাক্টরটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং

ঘটনাস্থলেই চালক হুসাইন মারা যান।

নিহত হুসাইন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার গয়েরপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।

তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, গেটম্যান ডিউটিতে না থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোটচাঁদপুর রেল স্টেশন মাস্টার গোলাম রসুল জানান, “লাইন ক্লিয়ার দেওয়ার পর ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই। শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষ জড়ো হতে থাকেন, আমরাও গিয়ে দেখি ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টরটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ঘটনাস্থলেই ট্রাক্টর চালকের মৃত্যু হয়। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।”

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-নেত্রীর ভিডিও ভাইরাল, সমালেচনার ঝড়

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও মুখপাত্র এলমা খাতুনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) রাতে ইয়াসির আরাফাত নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটি পোস্ট করা হয়।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি ব্যাগ হাতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র এলমা খাতুন একটি কক্ষে প্রবেশ করছেন।

এরপর তার সঙ্গে থাকা ব্যাগটি রেখে পাশে থাকা খাটের ওপর অবস্থান নেন তিনি। ওই খাটে তার পাশে শুয়ে ছিলেন জেলার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান। এরপর সাইদুর একটি কম্বল নিজের শরীরের ওপর বিছিয়ে দেন আর মুখপাত্র এলমা খাতুন মোবাইল টিপতে থাকেন। পরে একটি মদ ভর্তি বোতল হাতে নেন এলমা খাতুন। আরেকটি হাতে কয়েকটি ওয়ান টাইমের গ্লাস দেখা গেছে।

জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান বলেন, ‘ভিডিওর বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি গ্রামে রয়েছি আমার মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ নাই। সেজন্য ভিডিওটি দেখতে পারছি না। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

এ বিষয়ে জানতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু হুরাইরার ব্যবহৃত মোবাইলে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সমেনুজ্জামান সমেন বলেন, ‘শুনেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমাজের অসঙ্গতি দূর করার জন্য কাজ করছে। এখন দেখছি তারা নিজেরাই অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত। এটা ছাত্র সমাজের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।’

সুজনের জেলা কমিটির সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু বলেন, ‘যদি এই ভিডিওটি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তারা সমাজের জন্য ভালো বার্তা বয়ে আনবে না।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১০৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ততকালীন কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সদস্য সচিব আরিফ সোহেল এই কমিটির অনুমোদন করেন। ছয় মাসের জন্য এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটিতে ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু হুরাইরাকে আহবায়ক ও কেসি কলেজের শিক্ষার্থী সাইদুর রহমানকে সদস্য সচিব ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও সাজেদুর রহমানকে মুখ্য সংগঠক এবং ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী এলমা খাতুনকে মুখপাত্র করা হয়।

ঝিনাইদহে বাস চাপায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাস চাপায় খোকন তরফদার (৫৫) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে।

বুধবার (২৬ মার্চ) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার তালেশ্বর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত খোকন তরফদার উপজেলার শাহাপুর ঘিঘাটি গ্রামের বাহার আলী তারফদারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, খোকন তরফদার বাইসাইকেল যোগে বাড়ি থেকে তালেশ্বর বাজারের দিকে আসছিলেন। পথিমধ্যে কোটচাঁদপুর থেকে ছেড়ে আসা মামুন পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ ময়না তদন্ত ছাড়ায় স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপত করা হয়েছে।

বুধবার (২৬ মার্চ) সকালে এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন সরকারী, বে-সরকারী দপ্তরের পক্ষ থেকে শহীদদের উদেশ্যে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র্যালি ও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণকরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেণ। এসময় স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়।

এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভাসহ ৮ টি ইউনিয়ন থেকে আগত অসহায়, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও দুস্থ মহিলাদের মাঝে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি,এম তারিক-উজ-জামান ঈদ উপহার সামগ্রী ও শাড়ি বিতরণ করেণ। এসময় হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন

কর্মকর্তা আজিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া আলোচনা সভায় দিবসের তাৎপর্য তুলেধরে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, অফিসার ইনচার্জ এম এ রউফ খান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আলমগীর হোসেন, হরিণাকুণ্ডু পৌর বিএনপি’র সভাপতি জিন্নাতুল খান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ আব্দুস সামাদসহ অন্যান নেতৃবৃন্দু বক্তব্য রাখেন।

ঝিনাইদহে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঝিনাইদহে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয দিবস উদযাপন করেছে বিএনপি সহ বিভিন্ন সংগঠন।

বুধবার (২৬ মার্চ) সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে জেলা বিএনপি’র পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে দলটির নেতাকর্মীরা শহীদ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এ সময় জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এম মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ-সভাপতি ও জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি অ্যড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেছে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব। বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্যদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরদের প্রতি সম্মান জানানো হয়। এসময় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি এম রায়হান, সাবেক সাধারন সম্পাদক ও কালবেলার ব্যুরো প্রধান মাহমুদ হাসান টিপু, নির্বাহী পরিষদের

সদস্য ও সাবেক সভাপতি এম সাইফুল মাবুদসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে টিআইবি’র গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ঝিনাইদহের আয়োজনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। পরে সংগঠনটির পক্ষে শহীদ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানান।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সনাকের সভাপতি এম. সাইফুল মাবুদ, সনাক সদস্য মোঃ আবু রাশেদ, ইয়েস দলনেতা মাজহারুল ইসলাম, শাহীন আলম, টিআইবি’র এরিয়া কো-অর্ডিনেটর হুমায়ূন কবীর, নুরুল ইসলাম পাখি সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও দিনব্যাপী র্যালি ও আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।